বিংশ- শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ধারা সমূহ

মাদ্রিদ-নিউ দিল্লী দলিল

২০১৭

ICOMOS ISC 20C International Scientific Committee on 20th Century Heritage

Approaches to the Conservation of Twentieth - Century Cultural Heritage
Madrid - New Delhi Document

Approaches to the Conservation of Twentieth - Century Cultural Heritage

Madrid - New Delhi Document

2017

© ICOMOS International Scientific Committee on Twentieth Century Heritage

Website: isc20c.icomos.org

Cover image: original artwork created by Maria Gabriela Quin

Graphic Design: Maria Gabriela Quin

ISBN 978-2-918086-63-5

The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) works through its International Scientific Committee on Twentieth-Century Heritage (ISC 20C) to promote the identification, conservation and presentation of twentieth-century heritage places.

ICOMOS is an international conservation non-government organisation of conservation professionals, which acts as UNESCO's adviser on cultural heritage and the World Heritage Convention.

অবতারণিকা

বিংশ শতাব্দির অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করেছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, তার পরিপ্রেক্ষিতে চলমান স্নায়ুযুদ্ধ, বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক অবনোমন, ও ঔপনিবেশিকতার বিলোপ, এর সবকিছুই মিলিতভাবে বিংশ শতাব্দির সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছে। বেগবান নগরায়ন এবং বৃহৎ শহরের বৃদ্ধি, ত্বরান্বিত প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন এবং গণযোগাযোগ ও পরিবহনের উন্নয়ন আমাদের বসবাস ও কর্মপ্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করেছে, বিভিন্ন ধরনের কাঁচামালের পরীক্ষামূলক ব্যবহারের মাধ্যমে অভূতপূর্ব কাঠামোগত ধরন ও গঠনের বিভিন্ন ধরনের দালান ও কাঠামো গড়ে তুলছে। শিল্পায়ন ও যন্ত্রনির্ভর কৃষিকাজ ভূমিরূপের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। তথাপি, তুলনামূলকভাবে এই আলোড়নপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সামন্য কিছু কীর্তি ও স্থান তালিকাভূক্ত ও সংরক্ষণ করা হয়েছে এগুলোর ঐতিহ্য মূল্যবোধের কারনে। তৎসত্ত্বেও, বিপুল সংখ্যক বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্য স্থান ও কীর্তিসমূহ প্রবল ঝুকির মাঝে রয়েছে। যদিও মধ্য-শতাব্দির আধুনিকতার মূল্যায়ন বাড়ছে কিছু কিছু অঞ্চলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বিশ্ব শতাব্দির বৈশিষ্ট্যপূর্ন দালান, কাঠামো, সাংস্কৃতিক ভূমিরূপ এবং শিল্পস্থাপনাগুলো এখনো ঝুকির মধ্যে রয়েছে সাধারন সচেতনতা ও স্বীকৃতির অভাবে। প্রতিনিয়তই এগুলো পুন:উন্নয়নের চাপ, অসহনভুতিশীল পরিবর্তন অথবা অবহেলার শিকার হয়েছে।

এই ঝুকিগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালে ইকমস এর বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিটি কর্মপদ্ধতি ও মূলনীতি নির্ধারনের লক্ষ্যে একটি অভিসম্বন্ধমূলক রচনা লেখার কাজ শুরু করে। যার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক মানদন্ড সরবরাহ করা।

পৃথিবীর সব অঞ্চলের সদস্যদের মাঝে গ্রহনযোগ্য বিতর্ক ও তাদের বিস্তৃত অভিজ্ঞতাকে আমলে নেওয়া হয়। সম্মেলন, বৈঠক ও বোর্ড-পরামর্শ করা হয় আন্তর্জাতিকভাবে। পূর্ণাঙ্গ লিপি 'বিংশ-শতাব্দীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ ধারাসমূহ' অন্যভাবে বলতে গেলে 'মাদ্রিদ দলিল' প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইকমসের ১৭তম সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং স্প্যনীশ, ফরাসি ও ইংরেজী ভাষায় বিতরন করা হয় মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনার জন্য। ২০১১-২০১৪ সালের মাঝে প্রায় ডজনেরও বেশি ভাষায় এই দলিল অনুবাদ করা হয় যার অর্ন্তভূক্ত ছিল রুশ, ইতালিয়, ফিনিশ, জার্মান, জাপানি, পর্তূগীজ, মান্দারীন, হিন্দি, বাসকি ও কাটালান ভাষা, যা এমন একটি আন্তর্জাতিক নির্দেশনামূলক দলিলের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের প্রতি নিদের্শক।

প্রাপ্ত সকল মন্তব্যকে বিবেচনায় নিয়ে চারটি ভাষায় একটি দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশ করা হয় ফ্লোরেন্সে ইকমস এর ১৮তম সাধারন সভায় এটা পরিস্কার ছিল যে একটি বড় আকারের পুন:সংস্করন ও একটি নতুন

শিরোনাম প্রয়োজন বিংশ শতাব্দির অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের ঐতিহ্যসমূহ যেমন সাংস্কৃতিক ভূমিরূপ, শিল্পায়ন সম্পর্কিত কীর্তি ও নগর এলাকা অন্তর্ভূক্ত করার জন্য। সাংস্কৃতিক ভূমিরূপ সম্পর্কিত ইকমস আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিটি (আইএসসিসিএল), ঐতিহাসিক শহর ও গ্রাম সম্পর্কিত ইকমস আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিটি (সিআইভিভিআইএইচ), শিল্পায়ন সম্পর্কিত ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত ইকমস আন্তর্জাতিক কারিগরি কমিটি (টিআইসিসিআইএইচ) এবং জ্বালানী, টেকশইয়তা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ইকমস আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিটি (আইএসসিএস+সিসি) একযোগে সহযোগিতাপূর্ণমূলক কাজ করার সুবাদে বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্য স্থান ও কীর্তিসমূহের পূর্ণ প্রসার সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয় সংস্করণ 'বিংশ-শতাব্দীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ধারাসমূহ' ডিসেম্বর ২০১৭ দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য ইকমস এর ১৯তম সাধারন সভায় ২০১৪-২০১৭ পর্যন্ত পরামর্শজ্ঞাপন সময়ে প্রাপ্ত সকল মন্তব্য সহ উপস্থাপন করা হবে। ধন্যবাদ সকলকে যারা এই প্রক্রিয়ায় অবদান রেখেছেন।

আমরা পৃথিবীর বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যস্থানসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উদযাপনের সাথে সম্পর্কিত দায়িত্ববান সকলকে 'বিংশ-শতাব্দীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ধারাসমূহ'কে আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও মানদন্ড হিসেবে বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যকীর্তি ও স্থানসমূহের সংরক্ষণে অনুসরন করার জন্য উৎসাহিত করছি।

সেরিডেনবুরক

সভাপতি, ইকমস আইএসসি২০সি

নভেম্বর, ২০১৭

ICOMOS ISC 20C

দলিলাদির লক্ষ্য

পূর্বতন সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মতই বিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যময় স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাও আমাদের দায়িত্ব।

প্রয়োজনীয় ঐতিহ্য বিষয়ক উপলব্ধি ও তত্তাবধায়নের অভাবে বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এর বেশিরভাগই ইতোমধ্যে ধ্বংস/হারিয়ে গিয়েছে এবং অনেকগুলো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এই ঐতিহ্য সমকালীন ও জীবন্ত; এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ঐতিহ্যকে অনুধাবন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা অপরিহার্য।

বিংশ- শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ধারা/ নীতিমালার লক্ষ্য হলো এই তাৎপর্যপূর্ণ সময়কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। ঐহিত্য সংরক্ষণ বিষয়ক বিদ্যমান প্রামাণ্য দলিলাদি ঘেঁটে দেখা গিয়েছে যে বিংশ- শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ নীতিমালা অনেকগুলো সমস্যা চিহ্নিত করেছে যেগুলো শুধুমাত্র বিংশ- শতাব্দীর ঐতিহ্য সংরক্ষণের সাথেসম্পর্কযুক্ত[i]। সংরক্ষণযোগ্য স্থাপত্য, কাঠামো, লোকজ ও বৃহৎশিল্প ঐহিত্য, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ভূমিরূপ যেমন ঐতিহাসিক প্রমোদউদ্যান ও বাগান, ঐতিহাসিক নাগরিক ভূমিরূপ, সাংস্কৃতিক যাত্রাপথ ও প্রত্নতাত্ত্বিকস্থানসমূহ সহ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সকল শ্রেনীবিন্যাস এইধারা/নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত।বিংশ ঐতিহ্যময় স্থানসমূহের উপর প্রভাব ফেলবে এমন সংরক্ণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলের ব্যবহারের অভিপ্রায়ে এই দলিল/সনদটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য এবং একটি পরিভাষার নির্ঘন্ট তালিকার মাধ্যমে নীতিমালা/সনদটিকে পরিপূর্ণতররূপ দেওয়া হয়েছে।

সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিষয়ক জ্ঞান ও উপলব্ধির বিকাশ

অনুচ্ছেদ ০১: সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সনাক্তকরন ও মূল্যায়ন

১.১: গ্রহণযোগ্য ঐতিহ্য সনাক্তকরন ও মূল্যায়ন মানদন্ডের ব্যবহার

বিংশ শতাব্দীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সনাক্ত করন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ঐতিহ্য বিষয়ক মানদন্ড মেনে চলা উচিত। এই নির্দিষ্ট শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (এর সকল উপাদানসহ) এর সময়কাল, অবস্থান ও ব্যবহারের কাঠামোগত উপাত্ত, এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য হয়তো এর প্রকৃত অবস্থান, দৃষ্টিনান্দনিয়তা ও নকশা/পরিকল্পনাসহ সকল শারীরিক/কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের ভেতর সঞ্চিত রয়েছে (যেমন গঠন ও স্থানিক সম্পর্ক, রংপ্রনালী এবং সাংস্কৃতিক বপন: নির্মণপণালী, বুনন, কারিগরী উপকরন এমনকি নান্দনিক উৎকর্ষতা)। ব্যবহারীকরীতি, ঐতিহাসিক, সামাজিক, বা অধ্যাত্মিক সম্পৃক্ততা, অথবা সৃজনশীল প্রতিভার প্রমান এবং/অথবা এর অর্ন্তনিহিত মূল্যবোধের ভেতর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য লুকায়িত থাকতে পারে।

১.২ স্বতন্ত্র ইমারত, কাঠামোগতসমষ্টি এবং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নগরকেন্দ্রিক ভূমিরূপের তাৎপর্য সনাক্তকরন ও মূল্যায়নও মূল্যায়ন

বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যকে উপলব্ধির জন্য মানুষ, পরিবেশ এবং স্থানের মাঝে আন্ত:সম্পর্ক যা এসব স্থানের তাৎপর্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, এর সাথে সম্পর্কিত সকল স্থান বা সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক ও নাগরিক ভূমিরূপের সকল উপাদান ও বিন্যাসের চিহ্নিতকরন ও মূল্যায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩: অন্ত:সজ্জা, সংযোজিতসাজ-সরঞ্জাম, সম্পৃক্ত আসবাব ও শিল্পকর্ম, সরঞ্জাম এবং শিল্পযন্ত্রাংশের তাৎপর্য সনাক্তকরন ও মূল্যায়ন

তাৎর্যের বোধগম্যতার জন্য উৎপাদনশিল্প সম্পর্কিত স্থান ও সাংস্কৃতিক ভূমিরূপের সাথে সম্পর্কিত অন্ত:সজ্জা, সংযোজিত সাজ-সরঞ্জাম, সম্পৃক্ত আসবাব ও শিল্পকর্ম, সংগ্রহ এবং সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশের চিহ্নিতকরন ও মূল্যায়ন প্রয়োজন।

১.৪: কাঠামোগত উদ্ভাবন,গঠন, নির্মাণ প্রণালী এবং নির্মাণসামগ্রীর স্বীকৃতি ও বিবেচনা

বিংশ শতাব্দির উদ্ভাবনীগঠন, কাঠামোগত সমাধান, নির্মাণসামগ্রী ও নির্মাণপ্রনালীর জন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উপাদানসমূহ চিহ্নিতকরন ও এর তাৎপর্য মূল্যায়ন করা উচিত।

১.৫: প্রতিবেশের গুরুত্ব চিহ্নিতকরন ও মূল্যায়ন

কোন ঐতিহ্যস্থান বা জায়গার তাৎপর্যে এর প্রেক্ষিতের অবদান অনুধাবন করার জন্য এর প্রতিবেশ চিহ্নিতকরন ও মুল্যায়ন করা উচিত[ii]। শুধুমাত্র গাঠনিক/স্পর্শযোগ্য পরিবেশ ছাড়াও কোনস্থান বা জায়গা এবং এর প্রতিবেশের মাঝে সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া (যেমন দৃশ্যমান, বাস্তুসংস্থানগত, ঐতিহাসিক, স্থানগত) সামগ্রিক প্রতিবেশের অন্তর্ভূক্ত। ঐতিহ্যস্থান কোন যৌগিক ব্যবস্থার অংশও হতে পারে যেখানে পারস্পরিক আন্ত:সম্পর্কের বিস্তৃতি কোন নির্দিষ্ট কীর্তি বা স্থানের সীমারেখাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

১.৬: তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনা ধারনা সমূহ ও অবকাঠামো চিহ্নিতকরন ও মূল্যায়ন

নগরবসতি, শিল্পায়িত স্থান এবং ঐতিহাসিক নাগরিক ভূমিরূপের জন্য প্রত্যেক উন্নয়ন ধাপের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিকল্পনা, পদ্ধতি এবং ধারনাসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং তাদের তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দেওয়া, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

১.৭: আগাম-সক্রিয়ভাবে বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যের তালিকাভুক্তির উন্নয়ন ঘটানো

বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যগুলো বহুশাস্ত্রীয় দলের মাধ্যমে পুঙ্খানপুঙ্খভাবে গবেষনা ও অধ্যায়নের মাধ্যমে আগাম-সক্রিয়তার সাথে চিহ্নিত ও নিয়মতান্ত্রিক ভাবে জরিপ এবং তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা ও ঐতিহ্য কর্তৃত্বসহ দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থার করা ঐতিহ্যের প্রভাব মূল্যায়নসহ বিভিন্ন জরিপ ও তালিকা ভুক্তিকরনের মাধ্যমে আগাম-সক্রিয় সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

১.৮: সাংস্কৃতিক তাৎপর্য প্রতিষ্ঠায় তুলনামূলক বিশ্লেষণের ব্যবহার

বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যের তাৎপর্য মূল্যায়নের সময় তুলনামূলক অন্যান্য ঐতিহ্যস্থান ও জায়গা চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন সম্পর্কযুক্ত তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করার জন্য।

সংরক্ষণ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রয়োগ

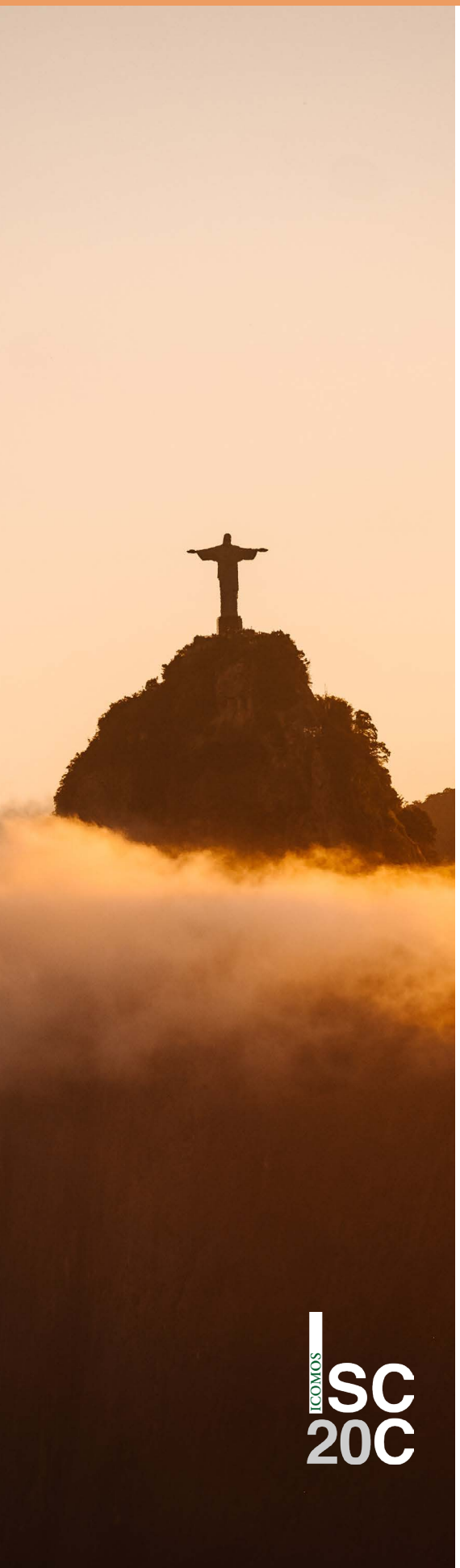

ICOMOS ISC 20C

অনুচ্ছেদ ২: যথাযথ সংরক্ষণ পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগ

২.১: অখন্ডতাকে ধরে রাখার জন্য যেকোন ধরনের হস্তক্ষেপের পূর্বে তাৎপর্যকে অনুধাবন করা

বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যস্থানের অখন্ডতা কোন ধরনের সংবেদনশীল পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। বৈপরীত প্রভাব এড়ানো ও প্রশমনের জন্য কোন স্থান বা জায়গার ইতিহাস এবং তাৎপর্যের পর্যাপ্ত গবেষণা, নথিভুক্তকরন ও বিশ্লেষন করা প্রয়োজন।

কিভাবে বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যে সাংস্কৃতিক তাৎপর্য প্রতীয়মান হয় তা অনুধাবনের জন্য কিভাবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, উপাদান ও মূল্যবোধসমূহ এর তাৎপর্যে অবদান রাখে তার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এটা কোন ঐতিহ্যস্থানের যত্ন, ব্যাখ্যা এবং এর প্রামাণিকতা ও অখন্ডতা সংরক্ষণমূলক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। সময়ের সাথে সাথে স্থান ও জায়গা বিকশিত হয় এবং পরবর্তী পরিবর্তনের সাথেও এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য থাকতে পারে। একটি ঐতিহ্য স্থান বা একক জায়গার জন্য বিভিন্ন সংরক্ষণ পদক্ষেপ ও পদ্ধতি সমূহের প্রয়োজন হতে পারে।

২.২: মৌলিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সক্ষমতার সর্বাধিক কার্যকার করা

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারনে বিংশ শতাব্দিতে ব্যাপক দলিলাদি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছিল। কোন স্থান বা জায়গা ও তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের জন্য এসব তথ্য উৎস ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল নকশাকারী, নির্মাতা, পরিকল্পনাকারী, ক্রেতা এবং সেই স্থানের সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্প্রদায় প্রাথমিক তথ্য প্রদান করতে পরে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া তথ্য সবসময় খোজা উচিত। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য মৌখিক ইতিহাস ও বিবেচনা করা উচিত। এই তথ্য সমূহ তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য ব্যবহার করা উচিত, তবে এক্ষেত্রে নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অংগীভূত করার ক্ষেত্রে সাবধানী পন্থা অবলম্বন করা উচিত। তাৎপর্যে অবদান রাখা সকল মূল্যবোধের বিবেচনা নিশ্চিতকরণে প্রাপ্ত গাঠনিক উপাদান ও মূলনকশার মূল্যায়নে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

২.৩: এমন একটি পরিকল্পিত পদ্ধতিবিদ্যা ব্যবহার করা যা কাজ শুরু করার পূর্বেই সাংস্কৃতিক তাৎর্পযের মূল্যায়ন এবং একে টিকিয়ে রাখা ও মর্যাদা রক্ষায় নীতিমালা সরবরাহ করবে

বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যের তাৎপর্য মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিতে সংস্কৃতিগত ভাবে সঠিক সংরক্ষণ পরিকল্পনা পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত। নীতিমালার উন্নয়নে সমন্বিত ঐতিহাসিক গবেষনা ও তাৎপর্যের মূল্যায়ন এর অন্ত:র্ভূক্ত করা হবে যা চিহ্নিত সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যাখ্যা করে। কোন

কাজ শুরু করার পূর্বেই এমন মূল্যায়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য যা সুনিশ্চিত ভাবে সুনির্দিষ্ট সংরক্ষন নীতিমালা পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথনির্দেশনা প্রদান করবে। একইসাথে একটি সংরক্ষন পরিকল্পনা/ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত। আঞ্চলিক ঐতিহ্যসনদ এবং স্থান-সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণ প্রজ্ঞাপন প্রাসঙ্গিক হতে পারে[iii]।

২.৪: গ্রহণযোগ্য পরিবর্তনের সীমারেখা নির্ধারণ

প্রত্যেকটি উন্নয়নমূলক বা সংরক্ষণ কার্যক্রমে যেকোন ধরনের হস্তক্ষেপের পূর্বে সুস্পষ্ট নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যেন পরিবর্তনের গ্রহণযোগ্য সীমারেখা নির্ধারণ করা যায়। একটি সংরক্ষণ পরিকল্পনা/ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ঐতিহ্যস্থান বা জায়গার তাৎপর্যপূর্ণ অংশ, যেসব ঝুকি একে ক্ষতিগ্রস্থ করে, যেসব অংশে হস্তক্ষেপ সম্ভব, জায়গাটির সর্বাধিক অনুকূল ব্যবহার এবং যেসব সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। এতে কিছু সুনির্দিষ্ট মূলনীতি (যেমন স্থাপত্যগত, পরিকল্পনা, কাঠামো এবং এমন আরও) এবং বিংশ শতাব্দির প্রযুক্তিগত ব্যবহার বিবেচনা করা উচিত।

২.৫: আন্ত:সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞের ব্যবহার

বিংশ শতাব্দির স্থানসমূহের সংরক্ষণ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সকল বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের মূল্যবোধ বিবেচনা করে একটি আন্ত:শাস্ত্রীয় পদক্ষেপ প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যে অপ্রথাগত কাঁচামাল ও নির্মাণ পদ্ধতির ব্যবহার এবং বিস্তারের কারণে আধুনিক সংরক্ষণ প্রযুক্তি ও কাঁচামাল বিশেষজ্ঞদের সুনির্দিষ্ট গবেষনা করা প্রয়োজন। শিল্পবিষয়ক ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নাগরিক ভূমিরূপ এবং আরও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাসের উপর দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সংরক্ষণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করা উচিত।

২.৬: রক্ষণাবেক্ষণ ও চলমান ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা

সকল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যস্থান ও জায়গাসমূহের চলমান ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত প্রতিরক্ষামূলক তত্ত্বাবধায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ। ধারাবাহিক এবং সঠিক তত্ত্বাবধায়ন ও পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ কোন ঐতিহ্যস্থান বা জায়গার জন্য সংগতিপূর্ণ ভাবে সেরা সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি মেরামত খরচ কমে যায়। একটি তত্ত্বাবধায়ন পরিকল্পনা এই পদ্ধতির জন্য সহায়ক হবে। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নাগরিক ভূমিরূপের জন্য এমন একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রয়োজন যা তাৎপর্যের টেকশইয়তা ও ধারাবাহিক বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করবে।

জরুরী স্থিতিশীলকরন কার্যক্রম প্রয়োজন হতে পারে, এবং তার পরবর্তী মূল্যায়ন ও পরবর্তী কার্যক্রম সঠিকভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ পেশাজীবিদের মাধ্যমে করানো উচিত এবং তার বাস্তবায়ন এমনভাবে করা উচিত যেন তা তাৎপর্যের উপর বিরূপ প্রভাব প্রশমন করে।

২.৭: সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য দায়িত্বশীল দল চিহ্নিতকরন

বিংশ শতাব্দির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীল দলচিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর অন্ত:ভুক্ত হলো স্বত্বাধিকারী, সম্পত্তির ব্যবস্থাপক, ঐতিহ্য কর্তৃপক্ষ, সামাজিক সম্প্রদায়, সর্বজনীন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার, নগর পরিকল্পনা বিভাগ এবং ভোগদখলকারী, তবে তা এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়।

২.৮: নথিপত্র ও দলিলাদির সংরক্ষণ

বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যস্থান ও জায়গার কোনরকম পরিবর্তনের সময় এসকল পরিবর্তন কার্যক্রমের বর্ননা প্রকাশ্য নথিভুক্ত করার জন্য লিপিবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ। নথিভুক্তকরণের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে মানচিত্রাঙ্কণ, আলোকচিত্র, পরিমাপযুক্ত নকশা, মৌখিক ইতিহাস, লেজার রশ্মির ছন্দ-বিশ্লেষণ, ত্রিমাত্রিক নকশা ও নমুনাকরণ, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে শিল্পবিষয়ক যন্ত্রপাতির জন্য শিল্প ঐতিহ্যে বিভিন্ন নথিভুক্তকণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সংরক্ষণ পরিকল্পনা পদ্ধতিতে সংরক্ষিত দলিলাদির গবেষনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বত্বাধিকারীকে দলিলাদি সংরক্ষণের জন্য এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য সহজলভ্য করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

প্রত্যেকটি হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্থান বা জায়গার বিশেষত্বসমূহ এবং গ্রহণকৃত পদক্ষেপগুলো নথিভুক্ত করা উচিত। নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে কোন স্থানে হস্তক্ষেপের পূর্বে, তৎকালীন ও পরবর্তী অবস্থা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতে হবে। এধরনের বিবরণী একটি নিরাপদস্থানে এবং হালনাগাদকৃত অনুকৃতিযুক্ত মাধ্যমে রাখা উচিত। এটা কোন স্থান ও জায়গার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যায় সহায়ক হবে, তার ফলে ব্যবহারকারী ও দর্শনার্থীদের বোধগম্যতা ও উপভোগ্যতাকে বৃদ্ধি করবে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্যাদিসহ অন্যান্য পরিসংখ্যানপত্র ও নথিপত্র আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য সহজগম্য করা উচিত।

আধুনিক উপাদানগত ধর্ম এবং গাঠনিক ব্যবস্থাপনা গবেষনা করা

অনুচ্ছেদ ৩: বিংশ শতাব্দির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারিগরী ও পরিকল্পনাগত দৃষ্টিভঙ্গির গবেষণা করা

৩.১: বিংশ শতাব্দীর স্বতন্ত্র নির্মাণ কাঁচামাল ও নির্মাণ প্রণালীর জন্য যথাযথ সুনির্দিষ্ট মেরামত পদ্ধতির গবেষণা করা ও উন্নয়ন ঘটানো

বিংশ শতাব্দির নির্মাণ কাঠামোর কাঁচামাল ও নির্মাণ প্রণালী অতীতের প্রচলিত নির্মাণকাঠামোর কাঁচামাল ও নির্মাণপ্রণালী থেকে ভিন্ন হতে পারে। অনন্য ধরনের নির্মাণকাঠামোর ক্ষেত্রে গবেষনা ও সুনির্দিষ্ট মেরামত পদ্ধতির উন্নয়ন করা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দির ঐতিহ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে যেসব স্থান ও জায়গাসমূহ বিংশ শতাব্দির মধ্যবর্তী সময়ের পরে তৈরী করা হয়েছে, সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণ প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ করতে পারে নতুন বা পরীক্ষামূলক কাঁচামাল ও নির্মাণ প্রনালীর ব্যবহার অথবা শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট মেরামত প্রনালীর দক্ষতার অভাবে। প্রামাণিক/তাৎপর্যমূলক কাঁচামাল বা খুটিনাটিসমূহ নথিভুক্ত করা উচিত যদি তা অপসারনের প্রয়োজন হয়, এবং প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংরক্ষণ করা উচিত।

যেকোন ধরনের হস্তক্ষেপের পূর্বে, এসকল কাঁচামাল সমূহ সাবধানতার সাথে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং যেকোন ধরনের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ক্ষতিসমূহ শনাক্তকরণ ও উপলব্ধি করা উচিত। কাঁচামালের অবস্থা ও অধ:নমন অনুসন্ধান অধবংসাত্ত্বক এবং সাবধানী হস্তক্ষেপমূলক নয় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে দক্ষ পেশাদারীর মাধ্যমে করা প্রয়োজন। ধবংসাত্ত্বকমূলক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণরূপে নূন্যতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করা উচিত। বিংশ শতাব্দির কাঁচামালের বয়সোত্তীর্ণতার সাবধানী অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন হতে পারে।

৩.২: বিংশ শতাব্দিতে বিকশিত নতুন ব্যবস্থাপনাগত প্রণালীর জন্য যথাযথ প্রতিক্রিয়ার গবেষণা ও উন্নয়ন করা

বিংশ শতাব্দিতে নগরকেন্দ্রিক বসবাস ও নগর নকশাকরণে বিভিন্ন নতুন ও পরীক্ষমূলক গঠন দেখা গিয়েছে। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নগর ভূমিরূপের তাৎপর্যকে টেকশই করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নীতিমালা সমূহ প্রণয়ন করা উচিত।

অনুচ্ছেদ ৪: তাৎপর্য সংরক্ষণের জন্য নীতিমালার উন্নয়ন

৪.১: কোন স্থানের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সংরক্ষণ ও টেশশই করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞমহল কতৃক মতামতকৃত সংরক্ষণনীতিমালার উন্নয়ন এবং পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনার সময় সীদ্ধান্ত গ্রহণে পথ দেখাতে সেই নীতিমালা ব্যবহার করা।

সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের টেকসইয়তা রক্ষায় অপরিবর্তন/রূপান্তরের নিয়ন্ত্রণ/ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ৫: মনুষ্যহস্তক্ষেপ অথবা প্রাকৃতিক অবস্থা যেকারনেই পরিবর্তন হোক না কেন তার ব্যবস্থাপনা সাংস্কৃতিক তাৎপর্য, প্রামানিকতা ও অখন্ডতাকে ধরে রাখার জন্য গৃহীত সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ।

৫.১: কিছুক্ষেত্রে পরিবর্তন একটি ঐতিহ্যস্থান বা কীর্তির টেকসইতার জন্য প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক হস্তক্ষেপ ও ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। যেখানে পরিবর্তন প্রয়োজনীয়, সেক্ষেত্রে সেস্থানের অখন্ডতা ও প্রামানিকতার উপর আনিত পরিবর্তনের প্রভাব যাচাই ও পর্যালোচনা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৬: সংবেদনশীলতার সাথে পরিবর্তন পরিচালনা

৬.১: 'পরিবর্তনের' জন্য একটি সাবধানী পদক্ষেপ গ্রহণ

যতটা কম সম্ভব এবং ঠিক যতটা প্রয়োজন ততটুকুই পরিবর্তন করতে হবে। যেকোন ধরনের অর্ন্তবর্তিতা হওয়া উচিত পরিণামদর্শী। পরিবর্তনের গভীরতা ও ব্যাপকতা যতটা সম্ভব কমিয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন। শুধুমাত্র সংস্কারের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রমাণিত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং ঐতিহাসিক বুনন ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের জন্য ক্ষতিকারক পরিচর্যা প্রণালী এড়িয়ে চলতে হবে; সংস্কার করতে হবে যতটা সম্ভব কম ক্ষতিকারক উপায়ে। 'পরিবর্তন' হতে হবে যতটা সম্ভব প্রতিবর্তনযোগ্য।

সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে অপ্রতিবর্তনীয় প্রভাব না ফেলার শর্তে কোন স্থান বা জায়গার কর্মদক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র অর্ন্তবর্তিতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। যখন পরিবর্তিত ব্যবহার বিবেচনা করা হয় তখন যথাযথ পুণ:ব্যবহার বিকল্প খুজে নিতে হবে যা সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে সংরক্ষণ করবে।

৬.২: সকল ধরনের প্রতিকূল প্রভাব এড়ানো ও প্রশমিত করার লক্ষ্যে যেকোন সংরক্ষণ কর্মসূচীর বিপরীতে প্রস্তাবিত বিভিন্ন পরিবর্তনের ঐতিহ্যিক প্রভাবের মূল্যায়ন করা

কোন স্থানের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সঠিকভাবে সংঙ্গায়িত ও অনুধাবন করা প্রয়োজন যেন কোন পরিবর্তন প্রস্তাবনা সংকুচিতকরণ অথবা বৈপরীত প্রভাবকে এড়ানো সম্ভব হয়। বিভিন্ন ধরনের উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের পরিবর্তনশীল সহনশীলতা বিদ্যমান, সে কারনে কোন উন্নয়ন প্রস্তাবনা আত্মীকরন বা পরিবর্তনের পূর্বে এগুলোর মূল্যায়ন ও অনুধাবন করা প্রয়োজন, যেন কোন স্থানের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ হয়।

৬.৩: উপযুক্ত ঐতিহ্য সংরক্ষণ সমাধান নিশ্চিতকল্পে আদর্শিক নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রক সংঙ্কেতসমূহের নমনীয় ও উদ্ভাবনী পন্থার ব্যবহার প্রয়োজন

সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সংরক্ষণের জন্য আদর্শিক আইন ও নির্মাননীতির (উদাহরণস্বরূপ প্রবেশযোগ্যতা চাহিদা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তানীতিগত চাহিদা, আগুননির্বাপক চাহিদা, ভূকম্পনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ভূমিরূপগত চাহিদা, জ্বালানি সাশ্রয়ীতার উন্নয়নে

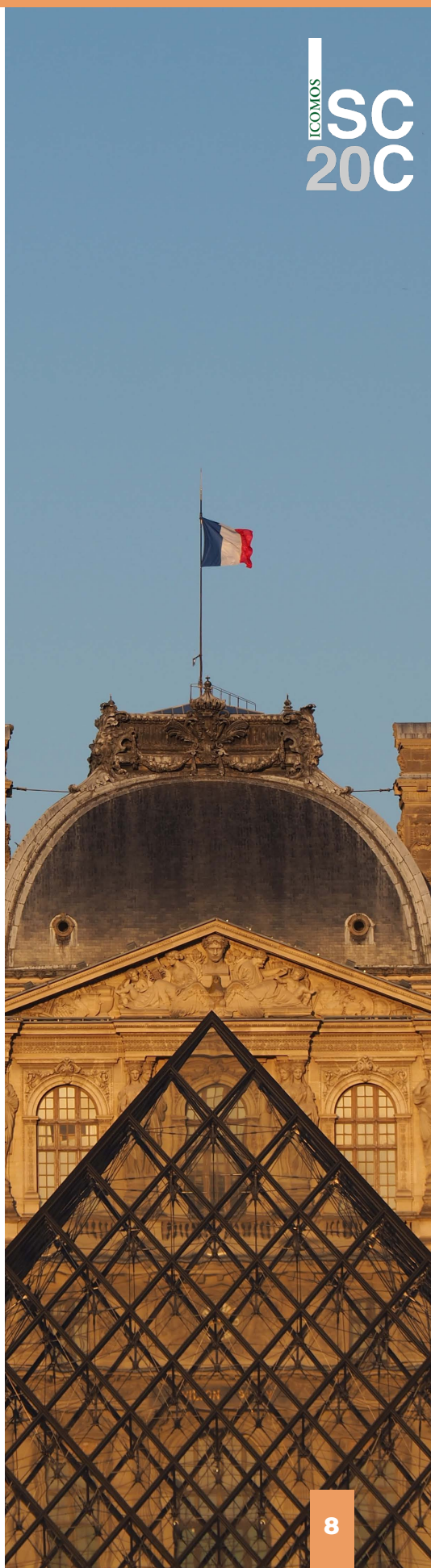

যানচলাচলব্যবস্থা ও পরিমাপ) শিথিল সঙ্গতিপূর্ণপ্রয়োগ প্রয়োজন হতে পারে। নেতিবাচক ঐতিহ্য প্রভাব এড়ানো বা প্রশমনের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষ ও বিশেষজ্ঞমহলের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা উচিত[iv]।

অনুচ্ছেদ ৭: সংযুক্তি ও হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে উপযুক্ত/সহনীয় পন্থা নিশ্চিত করন

৭.১: সংযুক্ত করণের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যস্থান বা জায়গার সংস্কৃতিক তাৎর্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রয়োজন

কিছুক্ষেত্রে স্থান বা কীর্তির টেকশইয়তা নিশ্চিত করার জন্য হস্তক্ষেপ (যেমন কোন দালান বা বাগানে নতুন সংযুক্তি, কোন নতুন শহর এলাকায় একটি নতুন দালান এবং এমন কিছু) প্রয়োজন হতে পারে। সাবধানতার সাথে বিশ্লেষনের পর নতুন সংযুক্তি এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিত যেন সেই স্থান বা কীর্তির সীমারেখা, অবস্থান, বিন্যাস, অনুপাত, কাঠামো, ভূমিরূপ, কাঁচামাল, বুনন এবং বর্নের সাথে মানানসই হয়। সংযুক্তিসমূহ স্পষ্টভাবে নতুন হিসেবে প্রতীয়মান, নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিহ্নিতযোগ্য কিন্তু বিদ্যমান উপাদানের সাথে মিলে কাজ করবে এমন হওয়া উচিত; প্রতিযোগিতা নয় পূরক হিসেবে কাজ করবে, অনুকরন নয় ব্যাখ্যা করবে।

৭.২: নতুন হস্তক্ষেপের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য, মানদন্ড, গঠন, অবস্থান, ভূমিরূপ, কাঁচামাল, বর্ণ, বহি:আবরন এবং পঙ্খানুপুঙ্খতাকে বিবেচনায় রাখা

পরবর্তী বৃক্ষরোপন, দালান এবং তাদের নকশার সহানূভুতিশীল ব্যাখ্যার সঠিক পরিকল্পনার সমাধান দিতে পারে। তথাপি, প্রাসঙ্গিক নকশা মানে অনুকরন নয়।

অনুচ্ছেদ ৮: সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবহারযোগ্যতার অবদান স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করা।

যেখানে কোন স্থান বা জায়গার ব্যবহারযোগ্যতায় এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে অবদান থাকে সেক্ষেত্রে সেই ব্যবহারযোগ্যতাকে টেকশই করে রাখার লক্ষ্যে সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। যেখানে স্থানটির টেকশইওতার জন্য নতুন ব্যবহারকার্য শুরু করা হয় এবং যেখানে পূর্ববর্তী ব্যবহার যা সেই স্থানের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে অবদান রাখে তা পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

অনুচ্ছেদ ৯: কোন স্থান ও জায়গার প্রামাণিকতা ও অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা

৯.১: হস্তক্ষেপের কারনে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ টেকশই এবং আরো বৃদ্ধি হওয়া উচিত

তাৎপর্যপূর্ণ উপাদানগুলো পুণ:নির্মান করার চেয়ে বরং মেরামত ও পুনরুদ্ধার করতে হবে। সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ উপাদানগুলোর প্রতিস্থাপন করার চেয়ে তার দৃঢ়করণ, একত্রীকরণ ও মেরামতকরণ বাঞ্চনীয়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত উপাদানসমূহ পূর্বতন উপাদানের সাথে মানানসই হওয়া উচিত এবং নতুন প্রতিস্থাপিত উপাদান সমূহকে আলাদ করে স্বতন্ত্রতা রক্ষর জন্য চিহ্নিত বা তারিখিকরন করে রাখা উচিত।

সর্ম্পনরূপে ধব্বংস হয়ে যাওয়া কোন ঐতিহ্যস্থান বা তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহের পুন:নির্মাণ কোন অবস্থাতেই সংরক্ষণ পদক্ষেপ নয় এবং তা গ্রহণযোগ্যও নয়। তথাপি, যথাযথ তথ্যাদি সমর্থিত যত সামান্য পুন:নির্মাণ কোন স্থান বা কীর্তির অখন্ডতা বা সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

৯.২: বহুকালের পুঞ্জিভুত আবরন ও আরোপিত পরিবর্তনের তাৎপর্যগত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে কোন স্থানের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য প্রধানত নির্ভর করে এর আসল ও তাৎপর্যপূর্ণ উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং/বা এর স্পর্শনাতীত মূল্যবোধের উপর যা সেই ঐতিহ্যস্থানের প্রামাণিকতাকে সংজ্ঞায়িত করে। তথাপি, কোন সত্যিকারের ঐতিহ্যস্থান বা জায়গার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য, বা পরবর্তী সংযুক্তি, হস্তক্ষেপ, ভূমিরূপগত উপাদান বা নতুন উপাদান একক ভাবে শুধুমাত্র তাদের প্রাচীনতার উপর নির্ভর করেনা। পরবর্তীকালের পরিবর্তন যা ইতিমধ্যে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক

তাৎপর্য অর্জন করেছে, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সেগুলোও শনাক্ত ও মূল্যায়ন করা উচিত।

বিভিন্ন সময়কায়ে অরোপিত সকল প্রকার হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তনের কালব্যাপ্তি বা সময়কাল স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হওয়া এবং তার উপরি আবরনের মাধ্যমে সমর্থনযোগ্য হওয়া উচিত। এই নীতি বিংশ শতাব্দিতে ব্যবহৃত বেশিরভাগ উপাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহ্যস্থানের বিষয়বস্তু, সংলগ্নবস্তু, সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ, উপকরণ, শিল্পকর্ম, চাষাবাদ এবং ভূমিরূপের উপাদান যেগুলো সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে অবদান রাখে তা সবসময় যেখানে সম্ভব ধরে রাখা উচিত[v]।

পরিবেশগত টেকসইয়তার ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১০: পরিবেশগত টেকসইয়তাকে বিবেচনায় রাখা

১০.১: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের সাথে সাথে প্রাকৃতিক টেকসইয়তা ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী পদক্ষেপ সমূহের মাঝে ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন।

সময়ের সাথে সাথে আরো বেশি জ্বালানী সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য বিংশ-শতাব্দীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহের উপর চাপবৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর তাই সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, জ্বালানী সংরক্ষণ পদক্ষেপসমূহ দ্বারা সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বা গুরুত্ব (স্বাভাবিক কার্যক্রম ও ব্যবহারসহ) যেন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার নাহয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবেশিক টেকসইয়তা রক্ষায় সমকালীন পদক্ষেপসমূহকে বিবেচনায় রাখতে হবে[vi]। কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যস্থানে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে সেই স্থানের সংরক্ষণ ও চলমান ব্যবস্থাপনায় সহায়ক টেকশই পদ্ধতি ও সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত। একটি বাস্তব ও সুষম ফলাফল অর্জনের জন্য সেই ঐতিহ্যস্থানের সাথে সম্পর্কিত সকল সংস্থা ও ব্যক্তির সাথে আলোচনার মাধ্যমে কোন স্থানের টেকসইয়তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ঐতিহ্যস্থানের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও তার পরিব্যপ্তিতে হস্তক্ষেপ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যাখ্যাসহ সকল সম্ভাব্য উপায়ান্তর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অপরিবর্তিত রাখা আবশ্যক।

কোন বিদ্যমান ইমারতের যুগপযোগী জ্বালানী ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করার আগে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো সেই ইমারতের বিদ্যমান জ্বালানী কর্মদক্ষতাকে অনুধাবন করা। যথোপযুক্ত পরিবর্তনীয় সমাধান চিহ্নিতকরার পূর্বে সুনির্দিষ্ট কারিগরী পদ্ধতি, কার্যপ্রনালী এবং বস্তুগত উপাদানের উপর গবেষনা করা প্রয়োজন। যেখানে আদি/মূল উপাদানসমূহ অনুপযোগী সেক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন বা জীর্ণসংস্কারের জন্য এমন ধরনের সম্ভাব্য বেশি জ্বালানী সাশ্রয়ী বিকল্প উপাদান চিহ্নিত করতে হবে যা সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবেনা।

সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নাগরিক ভূমিরূপে নবায়নযোগ্য জ্বালানী পদ্ধতি যেমন বায়ুকল, সৌরপ্যানেল এবং পানি নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির প্রভাব মূল্যায়ন এবং পরিহার করা প্রয়োজন।

১০.২: বিংশ-শতাব্দীয় ঐতিহ্য স্থানে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশগত টেকশই ব্যবস্থার প্রয়োগের পরিচিতকরন ও উৎসাহিতকরন

বিংশ-শতাব্দীয় ঐতিহ্য স্থানসমূহের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশগত টেকশই উপাদান, পদ্ধতি এবং তার ব্যবহার রীতির উন্নয়নে অধিক গবেষনায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।

বিংশ-শতাব্দীয় ঐতিহ্য স্থান সংরক্ষণে প্রাকৃতিগত স্থিতিশীলতা রক্ষা ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের সংরক্ষণ পদক্ষেপসমূহের মাঝে ভারসাম্য রক্ষায় একটি সমন্বিত উদ্দ্যোগ গ্রহনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

ব্যাখ্যাকরন, অবহিতকরন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরন

অনুচ্ছেদ ১১: বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে বিংশ-শতাব্দীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটানো

১১.১: বিস্তৃত আকারে সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে পরিচিত করন

বিভিন্ন অংশীদার ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে নিয়মিত সংলাপে সম্পৃক্ত রাখতে হবে যা বিংশ-শতাব্দীয় ঐতিহ্য স্থানসমূহের মূল্যায়ণ ও বোধগম্যতা বৃদ্ধি ও তার সংরক্ষণে সহায়তা করবে।

১১.২: উপস্থাপন ও ব্যাখ্যাকরন সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় অংশ

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞমহল ও বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিংশ-শতাব্দীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্থানের উপর পরিচালিত গবেষনা ফলাফল ও সংরক্ষণ/ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকাশ এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রচারমূলক কর্মসূচি গ্রহন করা প্রয়োজন।

১১.৩: ব্যাখ্যাকরন হলো সংরক্ষণ কার্যক্রমের একটি বুনিয়াদি অংশ

ব্যাখ্যাকরন বিংশ-শতাব্দীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্থানসমুহকে জনসাধারনের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার একটি আবশ্যকীয় হাতিয়ার এবং তা ঐতিহ্য স্থানের পরিবর্তনের নথিভুক্তকরন ও তাৎপর্য বর্ণণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১১.৪: বিংশ-শতাব্দীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত শিক্ষাকার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সহায়তা করা

বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ কাযক্রমে বিংশ-শতাব্দীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের নীতিমালাসমূহ অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন এবং এসময়কালের ঐতিহ্যের তাৎপর্যের বোধগম্যতা, কারিগরী প্রতিকূলতা ও পরিবেশিক টেশসইয়তা রক্ষার মত সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলোর উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন[vii]।

নির্ঘন্ট/পরিভাষিক শব্দকোষ

অভিযোজন **(Adaptation)** হলো কোন স্থান বা জায়গার পরিবর্তন বা রূপান্তরের মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবহারের উপযোগী করা অথবা নতুন কোন কাজে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব করা (বোরা চার্টার-Burra Charter, ২০১৩)।

কোন স্থানের বৈশিষ্ট্যসমূহ **(Attributes)** এর অন্তর্ভূক্ত হলো এর প্রকৃত অবস্থান, গঠন, বুনন ও ব্যবহার, এর পরিকল্পনা পদ্ধতি, নকশা (অংকন পদ্ধতিসহ), নির্মাণপদ্ধতি ও কারিগরি সরঞ্জাম এবং সেই স্থানের নান্দনিক গুণাগুণসমূহ।

প্রামাণিকতা **(Authenticity)** হলো কোন ঐতিহ্যপূর্ণ কীর্তি অথবা জায়গার বস্তুগত উপাদান ও অস্পর্শনীয় মানসমূহের মাধ্যমে সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে প্রকাশের সখ্যমতা। এটি নির্ভর করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ জায়গার ধরন ও এর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের উপর।

সংরক্ষণ **(Conservation)** হলো কোন ঐতিহ্য এলাকা বা কীর্তির সাংকৃতিক তাৎপর্য ধরে রাখার জন্য সকল ধরনের পরিচর্যা প্রক্রিয়া।

সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা **(Conservation management plan)** হলো এমন এক দলিল যা কোন স্থানের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনসহ সকল প্রকার ব্যবস্থাপনার মূলকাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোন স্থানের ঐতিহ্যিক তাৎপর্য চিহ্নিতকরা, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, ঐতিহ্যিক তাৎপর্যের উপর বিভিন্ন আরোপিত পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং ভবিষ্যতে সেই ঐতিহ্যিক তাৎপর্য সংরক্ষণের জন্য নীতিমালা তৈরীসহ সবকিছুই সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অর্ন্তভূক্ত। কোন কোন দেশে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা'র পরিবর্তে শুধুমাত্র 'সংরক্ষণ পরিকল্পনা' নাম ব্যবহার করা হয়; যদিও কিছু ক্ষেত্রে দলিলের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র গাঠনিক সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা **(Management plan)**|

সাংস্কৃতিক ভূমিরূপ **(Cultural landscapes)** প্রকাশ করে মানবসভ্যতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্মিলিত প্রয়াস, সময়ের সাথে মানবসমাজ ও বসতির বিকাশের ধারাপাত, ক্রমাগত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ কর্তৃক বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশিত গাঠনিক সীমাব্ধতা ও/অথবা সুযোগ সবকিছুই বিবেচিত। তিনধরনের সাংস্কৃতিক ভূমিরূপ বিদ্যমান, পরিকল্পিত যেমন ঐতিহাসিক উদ্যান), উদ্ভূত (যেমন কৃষিভিত্তিক ভূমিরূপ বা নগর) এবং সংযুক্তিতা (যেখানে প্রাকৃতিক ভূমিরূপ আধ্যাত্মিক, শৈল্পিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত থাকে)।

সাংস্কৃতিক পথ **(Cultural route)** হলো স্থল, জল বা অন্য যেকোন মাধ্যমে যাতায়াতের এমন কোন পথ যার সীমানা নির্ধারিত এবং যা কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক কার্যকারিতা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (ইকোমস চার্টার অন কালচারাল রুটস, ২০০৮)।

সাংস্কৃতিক তাৎপর্য **(Cultural significance)** - (সংক্ষিপ্তরূপে তাৎপর্য) বলতে বোঝায় অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নান্দনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং/অথবা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। সাংস্কৃতিক তাৎপর্য কোন ঐতিহ্যস্থান, সেই স্থানের বৈশিষ্ট্যসমূহ, এর বিন্যাস, বুনন, ব্যবহার, সংযুক্তি, অর্থবোধকতা, বিবরণ, সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ এবং সম্পৃক্ত বস্তু উপাদানের ভেতর প্রতিয়মান হতে পারে। ঐহিত্যস্থানে বিভিন্ন একক ও সমষ্টি বিচারে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিদ্যমান থাকতে পারে।

উপাদানসমূহ **(Elements)** কোন ঐতিহ্য এলাকা বা কীর্তির উপাদানের অর্ন্তভূক্ত হলো সেই স্থানের নকশা/পরিকল্পনা, অভ্যন্তরীণভাগ, সংযোজিত সাজ-সরঞ্জাম, আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র ও শিল্পকর্ম; বিন্যাস এবং ভূমিরূপ।

পরিবেশিক টেকসইতা **(Environmental sustainability)** হলো প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট পরিবেশের বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাগুণ সংশ্লিষ্ট গুণনীয়ক ও প্রক্রিয়াকে বিবেচনায় রেখে দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখা এবং/বা বর্ধিত করা।

বুনন **(Fabric)** হলো কোন স্থানের উপাদানসমূহ, স্থাবরদ্রব্যাদী, আধেয়, বস্তুসামগ্রী এবং প্রাকৃতিক উপাদানসহ সবধরনের গাঠনিক সামগ্রী। বুনন বলতে শূন্যস্থান ও দৃষ্টিনান্দনিকতাও বোঝানো হয় (বুরো চার্টার, ২০১৩)।

ঐতিহাসিক উদ্যান **(Historic garden)** হলো স্থাপত্য ও উদ্যানকর্ষণ উপাদানের সমন্বয়ে পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা ভূমিরূপ যা তার ঐতিহাসিকতা, নান্দনিকতা ও সামাজিক কারনে গুরুত্ববহ।

ঐতিহাসিক নগর ভূমিরূপ **(Historic Urban landscape)** হলো এর বিস্তৃত নাগরিক প্রেক্ষিত ও ভৌগলিক বিন্যাসের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক মূল্যবোধ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ঐতিহাসিক স্তরায়নকৃত। নাগরিক ভূমিরূপ প্রেক্ষিতের অর্ন্তভূক্ত হলো স্থানটির ভূসংস্থান, ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, জলজ ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, এর ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক পরিবেশ, এর ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিভাগের অবকাঠামো, এর উন্মুক্তস্থান ও উদ্যানসমূহ, এর ভূমি ব্যবহার নমুনা ও স্থানিক সংগঠন, প্রত্যক্ষরূপ ও দৃষ্টিগত সম্পর্ক, এবং সেই সাথে সকল প্রকার নাগরিক স্থাপনার উপাদানসমূহ। সামজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও মূল্যবোধসমূহ, সরূপতা ও বৈচিত্রময় ঐতিহ্যের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও স্পর্শনাতীত মাত্রা সমূহও ঐতিহাসিক নগর ভূমিরূপের অর্ন্তভূক্ত (ইউনেস্কো রিকমেনডেশন অন দি হিসটোরিক আরবান ল্যান্ডস্কেপ, ২০১১)।

উৎপাদনশিল্প-সংক্রান্ত ঐতিহ্য **(Industrial heritage)** বলতে এমন স্থান, কাঠামো, কমপ্লেক্স, এলাকা এবং ভূমিরূপ, সেই সাথে এর সাথে সম্পর্কিত যন্ত্রাংশ, বস্তুসামগ্রী এবং দলিলসমূহ যা অতীত বা বর্তমানের শিল্প-উৎপাদনপ্রক্রিয়া, কাঁচামাল আহোরন, তাদের প্রক্রিয়াজাতকরন ও এর সাথে সম্পর্কিত জ্বালানীব্যবস্থা, পানি ও যোগাযোগের অবকাঠামো বোঝায়।

স্পর্শনাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য **(Intangible Cultural heritage)** বলতে বোঝায় কোন সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একক ব্যক্তির আচার-ব্যবস্থা, আখ্যান, অভিব্যক্তি, জ্ঞান, দক্ষতা, সেই সাথে যন্ত্রাংশ, বস্তু উপাদান, প্রত্নবস্তু এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান যা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।

স্পর্শনাতীত মূল্যবোধ **(Intangible values)** এর অর্ন্তভূক্ত হলো ঐতিহাসিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক অথবা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বা সৃজনশীল প্রতিভা।

অখন্ডতা **(Integrity)** হলো কোন ঐতিহ্যপূর্ণ জায়গা বা স্থান, তার অনুসঙ্গ এবং তার মূল্যবোধের সম্পূর্ণতা ও অখন্ডতার মাপকাঠি। অখন্ডতার অবস্থা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে পারে।

ক) এর মূল্যবোধ/তাৎপর্য প্রকাশকারী সকল প্রয়োজনীয় উপাদান

খ) স্থাবর অংশসমূহের গুরুত্ব প্রকাশকারী সকল বৈশিষ্ট ও প্রক্রিয়া সমূহের সম্পূর্ন প্রতিনিধিত্বকে নিশ্চিত করা

গ) উন্নয়ন বা অবহেলার প্রতিকূল প্রভাবের কারনে সংগঠিত ক্ষতিগ্রস্থতা।

ব্যাখ্যাকরন **(Interpretation)** বলতে বোঝায় সম্পূর্ণ মাত্রায় জনসচেতনতা উন্নত করার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান ও জায়গাসমূহের বোধগম্যতা বৃদ্ধি করার অভিপ্রায়ে পরিচালিত সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম। ছাপা ও ডিজিটাল প্রকাশনা, সর্বজনীন বক্তৃতা, স্থানে বা বহি:স্থানে এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থাপনা, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, জনসাধারনের অংশগ্রহনমূলক কার্যক্রম, এবং উপস্থাপন প্রক্রিয়ার চলমান গবেষনা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন সবকিছুই ব্যাখ্যাকরনের অর্ন্তভূক্ত (ইকোমস চার্টার ফর দি ইন্টারপ্রিটেশন এন্ড প্রেজেন্টেশন অফ কালচারাল হেরিটেজ সাইটস, ২০০৮) ।

মধ্যবর্তিতা/অর্ন্তবর্তিতা **(Intervention)** হলো কোন স্থানের স্থানিক ও অস্পর্শনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিবর্তন বা অভিযোজন করার প্রক্রিয়া।

রক্ষণাবেক্ষণ **(Maintenance)** হলো কোন ঐতিহ্যপূর্ণ এলাকা অথবা স্থানের কাঠামো ও বিন্যাসের নিয়মিত প্রতিরক্ষামূলক পরিচর্যা এবং যা মেরামত করা (repair) থেকে আলাদা।

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা **(Management plan)** হলো সংরক্ষণ পরিকল্পনার (Conservation Plan) মতই একধরনের দলিলাদি যা কোন স্থানের পরিচালনা ও সমূহ ভবিষ্যত পদক্ষেপসমূহের মূল পরিকল্পনা কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মূলত এমন সাংস্কৃতিক ভূ-দৃষ্টিক স্থানে ব্যবহার করা হয় যেখানে চলমান ব্যবস্থাপনা হলো প্রাথমিক সংরক্ষণ পদক্ষেপ।

জায়গা/এলাকা - বৃহৎ অর্থে **(Place)** এই দলিল/সনদে এলাকা বলতে সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ কোন সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কোন বস্তু, উন্মুক্ত স্থান ও দৃষ্টিনান্দনিকতা, সৌধ, ভবন, স্থাপত্য কাঠামো, প্রত্নাতাত্তিক স্থান, ঐতিহাসিক নাগরিক ভূ-অঞ্চল, সাংস্কৃতিক ভূ-অঞ্চল, সাংস্কৃতিক উৎসপথ এবং উৎপাদনশিল্প সম্পর্কিত স্থানসমূহ এই বৃহৎ অর্থে জায়গা/এলাকার অন্তর্ভূক্ত। একটি জায়গা/এলাকার স্থানিক ও অস্পর্শনীয় দ্ধুরনেরই ব্যাপ্তি থাকতে পারে।

উপস্থাপন **(Presentation)** বলতে বোঝায় কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যময় স্থানে ব্যাখ্যামূলক তথ্য, ভৌত অধিগম্যতা, এবং ব্যাখ্যামূলক কাঠামোর সংস্থানের মাধ্যমে ব্যাখ্যামূলক বিষয়বস্তুকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার পরিকল্পনা। এটি বিভিন্ন কৌশলগত মাধ্যম যেমন তথ্যনির্দেশিকা, জাদুঘরের ন্যায় প্রদর্শনী, সুনিয়ন্ত্রিত পদচারণ, বক্তৃতা ও পরিকল্পিত পরিভ্রমনের মাধ্যমে কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যময় স্থানকে উপস্থাপন করা যেতে পারে ICOMOS Charter For the Interpretation And Presentation Of Cultural Heritage Sites, 2008, ২০০৮)।

পুন:নির্মাণ **(Reconstruction)** হলো কোন স্থানে নতুন উপাদানের ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ববর্তী কোন জ্ঞাত অবস্থায় নিয়ে আসা।

জীর্ণসংস্কার **(Repair)** হলো কোন বিদ্যমান উপাদান অথবা নতুন উপাদানের পর্যায়ক্রমে পুনরুদ্ধার বা পুনর্নির্মানের মাধ্যমে কার্যকরী অবস্থায় নিয়ে আসা।

পুনরুদ্ধার **(Restoration)** মানে হলো কোন একটি স্থানের বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানকে সর্বনিম্ন মাত্রায় নতুন উপাদানের সন্নিবেশ ঘটিয়ে পূনর্বিন্যাস করে অথবা কোন প্রভাববিস্তারকারী কোন উপাদানকে সরিয়ে পূর্ববর্তী জ্ঞাত কোন অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

প্রতিবর্তনিয়তা **(Reversibility)** বেশিরভাগক্ষেত্রেই এই প্রতিবর্তনিয়তা অকাট্য বা পূর্ণস্বাধীন নয়।

বিন্যাস **(Setting)** হলো কোন ঐতিহ্য স্থানের প্রত্যক্ষ ও বর্ধিত পরিবেশ যা ঐ স্থানের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের অংশ বা তার সাথে সম্পর্কযুক্ত (জিয়ান ঘোষনা, ২০০৫)।

স্থান **(Site)** বলতে এই দলিলে বোঝানো হয়েছে ঐতিহ্যময় তাৎপর্যপূর্ণ কোন সুনির্ধারিত এলাকা। এটি একটি উপস্থানিক এলাকা যেখানে সৌধ/স্মৃতিচিহ্ন, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, ভবন, স্থাপত্যকাঠামো, উন্মুক্ত স্থান ও বাগানও অন্তর্ভূক্ত। এর দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সবরকম মাত্রাই থাকতে পারে।

প্রান্তটীকা

[i] ইকমোস (ICOMOS), ইউনেস্কো (UNESCO) এবং ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন মূল সংস্থার যেসব দলিল ও সনদ ব্যবহার করা হয়েছে

- সৌধ ও স্থানের সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ (ভেনিস সনদ), ১৯৬৪।

- ফ্লোরেন্স সনদ – ঐতিহাসিক উদ্যান, ১৯৮১

- ওয়াশিংটন সনদ – ঐতিহাসিক শহর ও নগরাঞ্চল সংরক্ষণ সনদ, ১৯৮৭।

- এন্ডহভেন বিবৃতি, ডকোমোমো, ১৯৯০।

- প্রামানিকতা বিষয়ক নারা দলিল, ১৯৯৪ এবং নারা+২০, ২০১৪।

- কৃষিভিত্তিক ঐতিহ্য বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ এবং কাঠামোগত পুনরুদ্ধার বিষয়ক মূলনীতি, ২০০৩

- ঐতিহ্যকাঠামো, স্থান এবং এলাকার অবস্থানগত সংরক্ষণ বিষয়ক জিয়ান ঘোষণা, ইকমস, ২০০৫।

- সাংস্কৃতিক পথ বিষয়ক ইকমস সনদ, ২০০৮।

- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্থানের উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা বিষয়ক ইকমস সনদ, ২০০৮।

- ঐতিহাসিক নগর, শহর এবং নগরাঞ্চলের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ভেলেত্তা মূলনীতি, ২০১১।

- উৎপাদন-শিল্প সংক্রান্ত স্থান, কাঠামো, এলাকা এবং ভূমিরূপের সংরক্ষণ বিষয়ক ইকমস/ টিআইসিসিআইআইচ মূলনীতি – ডাবলিন মূলনীতি, ২০১১।

- স্থানের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিষয়ক অস্ট্রেলিয়া ইকমস সনদ, বুরা সনদ, ২০১৩ এবং এরসাথে সম্পর্কিত নির্দেশিকা।

- বিশ্ব ঐতিহ্য নীতিমালার প্রয়োগের ব্যবহারিক নির্দেশিকা, ইউনেস্কো, ২০১৬।

[ii] ঐতিহ্যকাঠামো, স্থান এবং এলাকার অবস্থানগত সংরক্ষণ বিষয়ক জিয়ান ঘোষণা, ইকমস, ২০০৫।

[iii] উদাহারন্সরূপ, মেক্সিকো দলিল, ২০১১ এবং মস্কো ঘোষণা, ২০০৬।

[iv] সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রবিশেষে, বিংশ শতাব্দীর স্থানগুলো তৈরিতে যে কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়েছে তার আয়ু প্রথাগত কাঁচামালের চেয়ে কম হয়ে থাকে। সংরক্ষণ কার্যক্রম ও কাঁচামালের বৈশিষ্ঠের ভিত্তিতে সঠিক মেরামত পদ্ধতির অভাব নির্দেশ করে যে এসকল ক্ষেত্রে প্রথাগত কাঁচামালের তুলনায় আরও তীব্র হস্তক্ষেপ প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরও অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে।

[v] তাদের অপসারণ ততক্ষন পর্যন্ত অগ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না সেটিই তাদের সুরক্ষা ও পরিরক্ষণের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে। উপযুক্ত অবস্থা সাপেক্ষে তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

[vi] জাতিসংঘ, নতুন নাগরিক আলোচ্যসূচি, ২০১৭।

[vii] ইউআইএ (আন্তর্জাতিক স্থপতি ইউনিয়ন) স্থাপত্য শিক্ষা কমিশন রিফ্লেকশন গ্রুপ।

IMAGES

Page 1: Guggenheim Museum New York (1959), Frank Lloyd Wright. Photo: © Joe Dudeck on Unsplash

Page 5: Christ the Redeemer (1931), Paul Landowski. Photo: © Andrea Leopardi on Unsplash

Page 8: Louvre Pyramid (1989), I. M. Pei. Photo: © Rafael Garcin on Unsplash

Page 11: Kaedi Regional Hospital (1992), Fabrizio Carola. Photo: © Alexis Doucet, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

This translation was completed by Mohammad Abu Al Hasan, master's students at Brandenburg University of Technology in Cottbus (BTU), with the support of Shahidul Islam Johnny, Research & Liaison Officer of Permanent Delegation of Bangladesh to UNESCO.

The task was part of a study project led by Prof. Dr. Leo Schmidt and Ph.D. candidate Katelyn Williams for students of the international master's programmes World Heritage Studies and Heritage Conservation and Site Management. BTU attracts students from around the world, and with more than a dozen languages represented in this class alone, it was in a unique position to take on the task of making this document as widely accessible as possible. However, as with all translations of this nature, some issues arose with concepts and terms that lack direct translations in the target languages. The translators selected the terms they felt were most appropriate, but the document is open to comments and suggestions from the wider heritage community.

The design of the document was done by Maria Gabriela Quin, master student at Brandenburg University of Technology in Cottbus (BTU).

ICOMOS ISC 20C

To learn more about the work of the ISC20C or how to join as a member, visit isc20c.icomos.org